রূপকথার রূপ ধরে ইতিহাস

লীলা মজুমদার

এই লেখকের 'শাদা ঘোড়া' পড়ে ভেবেছিলাম কি ভালো কি ভালো! এ যে আরও ভালো; মনকে নাড়া দেয়। রূপকথার রূপ ধরে বাংলার ইতিহাস কথা কয়।

১৯০০ সাল থেকে ১৯০৯ হল গিয়ে স্বদেশী ডাকাতের যুগ; তাকে একরকম সশস্ত্র বিদ্রোহও বলা চলে। এ তারই গল্প। তাও যথেষ্ট বলা হল না। এ হল পরম মানবিকতার গল্প। আগাগোড়া চলিত ভাষায় ছড়ায় লেখা ছোটদের বই। আমার খুঁতখুঁতে মন মিলের ভুল খুঁজছিল, পায়নি।

তখন দেশ পরাধীন ছিল, গাঁয়ের লোক খেতে পরতে পেত না, এখনও যেমন পায় না অনেক সময়। জমিদারের অনুচরের অত্যাচারের ভয়েই তারা জুজু। তার উপর ব্রিটিশ সরকারের দারোগা পেয়াদাদের হুমকি। ঠিক সেই সময়ে হীরু ডাকাত দেখা দিয়েছিল।। অসম সাহস, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অদম্য গায়ের জোর আর মনটা সাধুর মতো নির্লোভ। এ হল ডাকাতির গল্প, কিন্তু হিংসার গল্প নয়, বরং মানবপ্রেমের কাহিনী। নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে রক্তপাত বারণ ছিল। তবে দরকার হলে যেমন শত্তুরের মুণ্ডু নামাবে, নিজেরাও প্রাণ দেবে। আসলে হীরু জিতত বুদ্ধির বলে। তার ছদ্মবেশ চেনা কারও সাধ্য ছিল না। তার দলের গোপন আস্তানা কেউ জানত না। জানান দিত পরস্পরকে বাঁশির সুরে আর পাখির ডাকে।

হীরুকে তার ডাকাতরা যেমনি ভয় তেমনি ভক্তি করত। লুটের মাল ভাগ করে গরিব গ্রামবাসীদের দোরে দোরে ওরা ভোরের আগে রেখে আসত। গয়লাদের গ্রাম ছিল ওদিকে। হীরুকে কেউ দেখেনি, কিন্তু তার দয়ার আস্বাদ পেয়েছে সবাই। ভয়ও করত কম না।

এই বইতে তিনটি অভিযানের কথা আছে। হীরুর তখন বয়স হয়েছে, বল কমেনি, বুদ্ধি পেকেছে। তিনটি অতি গরিব রাখাল ছেলে কাজ ফেলে বনের মধ্যে খেলা করছিল। পড়ল তারা ডাকাতদের হাতে। ডাকাতরা ভাবল শত্তুরের চর নয় তো? এই ভেবে তাদের বকেঝকে দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল। এমন সময় হীরু এসে তাদের চোখে জল দেখে, তাদের মিষ্টি খাইয়ে, বাঁধন খুলে দিল। মোট কথা ছেলে তিনটে ওর দলে ভিড়ে গেল। ওদের ও চাঁদের হাট বলে নিজের আস্তানায় নিয়ে গেল। সেখানে বড় শান্তি। হীরু প্রকৃতি-মা'কে ভালোবাসে, বাঁশি হাতে নিলেই সব

ভুলে যায়। হীরুর যত্নে তারা ক্রমে বুদ্ধিমান সংবাদদাতা হয়ে উঠল। গয়লাবাড়ির রাখাল ছেলেদের কেউ সন্দেহও করত না।

দ্বিতীয় অভিযানে হীরু কেমন পুরুত সেজে গেরস্তর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে লোভী বরকর্তাকে বাধ্য করল। অত্যাচারী জমিদারের বাড়ি গিয়ে, তাঁর অনুপস্থিতিতে পেয়াদা বরকন্দাজদের নেশা করিয়ে, গয়লাদের সাহায্যে তাদের গ্রাম থেকে লুটে আনা ঘিয়ের কলসী, তাছাড়া কাপড় চোপড়, গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি তুলে এনে, গ্রামের লোককে জিনিসপত্র ভাগ করে দিল। কোনও রক্তপাত হল না। মেয়েদের গায়ে কেউ হাত তুললে, হীরু ক্ষমা করবে না, ডাকাতরা একথা জানত। সে যাই হোক, তলোয়ার দিয়ে বাঁচলে, তলোয়ার দিয়ে মরতেও হয় এমন প্রবাদ আছে। এর আগে বনের মধ্যে একজন গরিব লোককে খাবার আর জলের অভাবে পড়ে থাকতে দেখে হীরু তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সে লোকটা বলেছিল হীরু সরদারকে ধরিয়ে দিতে পারলে, তা জীবিত বা মৃত অবস্থায় যাই হোক, ব্রিটিশ সরকার তাকে ২৫ হাজার টাকা দেবে। সে খেতে পায় না, তাই হীরুকে খুঁজতে বেরিয়েছে। যে তাকে সাহায্য করবে অর্ধেক টাকা সে পাবে। সব জেনেশুনেও দয়ালু হীরু তাকে সঙ্গে রাখল। শেষ অভিযানে, শত্তুরদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে জয়ী হবার পর, হীরু তার দল ভেঙে দিল। আর ডাকাতি নয়। সকলের অবস্থা ফিরে গেছে। চাঁদের হাটে, কিংবা যেখানে খুশি চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্য করুক। ছেলে তিনটে ঘরে ফিরুক কি চাঁদের হাটেই থাকুক। তখন ১৯০৯ সাল। হীরু নিজে সেই গরিব লোকটিকে পিছনে বসিয়ে তাকে ২৫ হাজার টাকা পাইয়ে দিতে চলল। মাঝপথে লোকটি ভাবল একে ভাগ দেওয়া কেন? তাই হীরুর পিঠে ছোরা বসিয়ে দিল।

সৌজন্য: আজকাল। প্রকাশ: ১৯ মে, ১৯৮৭

লেখক পরিচিতি

(১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮–৫ এপ্রিল, ২০০৭) কিংবদন্তী শিশুসাহিত্যিক ও ১৯৬১ সালে নবপর্যায়ের 'সন্দেশ' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ থেকে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যুগল সম্পাদক